কোমল শিশুপ্রাণ হারালেও,

পবিত্র ধর্মপথ বহাল থাকল!

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের শিশু পুত্রদের

চরম ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ

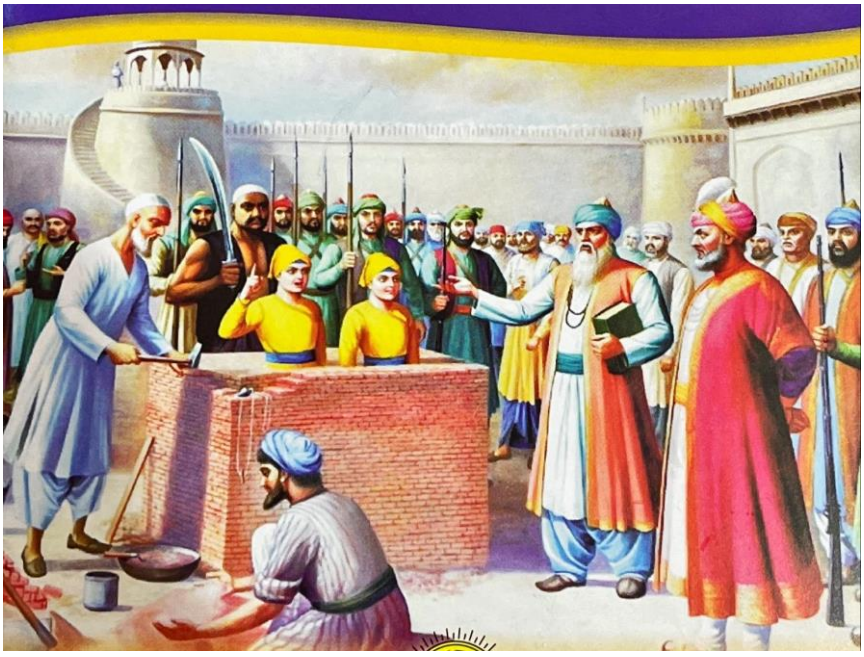

জনস্বার্থে প্রচারকারী:

গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল স্টাডিজ

কানাডা

ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে অসংখ্য নিরীহ তরুণ প্রাণ হারানো সত্যিই দুঃখজনক। মিথ্যা ধর্মীয় মতবাদের পিছনে ছোটার জন্য, – সাত – আর নয় বছর বয়সী ছোট দুই শিশুকে, নিজেদের শিখ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো খুবই মর্মান্তিক।

অবিবেচক হয়ে তারা সেই নির্দেশ না মানলে, তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

তাদের এ কথা বলা হলে, যুবরাজরা – সাহেবজাদারা ওয়াহেগুরু (ঈশ্বর) প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে মৃত্যু বরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেনি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মুঘল শাসক, মন্ত্রীগণ এবং অন্যান্য ঊর্ধবতন আধিকারিকরা সাহেবজাদাদের অকপট এমন উত্তর শুনে বিস্মিত হন এবং তাদের ধনসম্পদ ও সরকারি উপাধি প্রদান করতে চান। এইসব প্রলোভন দ্বারা রাজকুমারদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে তারা শাস্তি, কারাগার, নির্যাতন এবং মৃত্যুর হুমকি দেন।

যদিও এই ধরনের সমস্ত হুমকি এবং লোভনীয় প্রস্তাব সাহেবজাদাদের সংকল্প ভাঙতে ব্যর্থ হয়।

সাহেবজাদা – জোরাবর সিং এবং ফতেহ সিংকে নির্দয়ভাবে তাদের চারপাশে নির্মিত ইটের প্রাচীরের মধ্যে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়।

দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের যুবরাজদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিশ্বকে পরিচিত করার জন্য এই সংক্ষিপ্ত প্রকাশনা এক বিনীত প্রচেষ্টামাত্র।

আশা করি, শিখ ইতিহাসের এই দুঃখজনক অধ্যায় থেকে আমরা শিখব সাত বছর বয়সেও কেউ মানুষের অন্তরে ছাপ রেখে যেতে পারে।

সাহেবজাদা এবং তাদের পিতামাতা – গুরু গোবিন্দ সিংজী ও মাতা অজিত কৌর (জিতোজী) এবং তাদের ঠাকুমা মাতা গুজর কৌরকে (গুজরীজী) আমাদের বিনীত প্রণাম জানাই, যারা মানবধর্মাধিকার এবং ত্যাগের চেতনাকে এমন সম্মান করতেন এবং এহেন নীতির প্রচার করতেন।

সমাজকল্যাণে নিবেদিত

জ্ঞান সিং সান্ধু
চেয়ার
বোর্ড অফ গভর্নর্স
গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল স্টাডিজ

ল্যাংলি, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, কানাডা

কথাপ্রসঙ্গ

গুরু নানক (1469 – 1539 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) পাঞ্জাবের এক গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইব্রাহিম লোদির অত্যাচারী শাসনকাল চলছে। মানুষ অবিশ্বাস্য নিপীড়নের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। আইন–শৃঙ্খলা অবলুপ্ত হয়েছিল – চারিদিকে শুধু নিষ্ঠুর অত্যাচার। নারীদের কোনও সম্মান বা অধিকার ছিল না। মানুষের শিক্ষার কোনো অধিকার বা সুযোগ ছিল না। জনগণ একদিকে রাজার অত্যাচারী প্রশাসনের মুখোমুখি হয়েছিল, অন্যদিকে ধর্মের নামে নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করা পুরোহিতদের শোষণ সহ্য করছিল।

এসব দেখে নানক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হন। একদিকে স্বৈরাচারী শাসন, অন্যদিকে অত্যন্ত লোভী ও ধর্মীয় শোষক পুরোহিতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে সত্যিই অভূতপূর্ব এবং দূরদর্শী ছিল।

নিঃসন্দেহে, ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাই তাঁকে চালনা করেছিল। সত্য, ন্যায়বিচার এবং সমতাই তাঁর মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সুচিন্তিত যুক্তি, যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, শক্তিশালী জনসংযোগ এবং মানুষের স্বাধীনতার সহজাত তথা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই তাঁর আন্দোলনকে চালিত করেছিল।

সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের এই আন্দোলন; পরবর্তীকালে 'শিখি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

যে অত্যাচারী রাষ্ট্র এবং আচারসর্বস্ব পুরোহিত শোষণ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা ভয় পেয়ে নানকের নেতৃত্বে মুক্তি যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাত মেলায়।

গুরু অর্জন দেবজী এবং গুরু তেগ বাহাদুর রাজ্যের নিপীড়ন এবং সুপরিকল্পিত ধর্মীয় শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করে নানকের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য মৃত্যু বরণ করেন।

সেই লক্ষ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দশম শিখ গুরু – গুরু গোবিন্দ সিং বাধ্য হয়ে অস্ত্র তুলে নেন এবং মুঘলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন; সেই সাথে সহযোদ্ধাদের মধ্যে স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত ও উজ্জীবিত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, গুরু গোবিন্দ সিং বিশাল মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েক বার সামরিক জয়লাভ করেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশত মুঘল কর্তৃত্বের অধীনে থাকা অনেক স্থানীয় শাসক এবং রাজা এইসময় মুঘলদের সাহায্য করেন এবং প্ররোচনা দেন।

গুরু গোবিন্দ সিং আনন্দপুর সাহেবে (বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক শহর চণ্ডীগড়ের কাছে) একটি বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। এটা একটা বেশ বড় সেনাঘাঁটি ছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য যেটা সম্ভাব্য হুমকি মনে করে এবং আক্রমণ করে।

□□□□ 6

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দুর্গ – আনন্দপুর, মুঘল সম্রাটের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। আক্রমণকারী মুঘল সৈন্য এবং শিখ যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ভয়ানক যুদ্ধ চলে;

মুঘল আক্রমণকারীরা শিখদের প্রতিরক্ষা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়।

হতাশায় মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিখ গুরুর কাছে কূটনৈতিক দূত মারফৎ শান্তি প্রস্তাব

শপথ করেন, অবরুদ্ধ দুর্গটি খালি করে দিলে সমস্ত শিখ এবং গুরুর পরিবারকে নিরাপদে সুরক্ষিত পথে যেতে দেবেন।

————————

□□□□ 7

যদিও গুরু গোবিন্দ সিং ঔরঙ্গজেবের কথায় ভরসা করেননি, তবু পবিত্র কোরানের নামে মুঘল সম্রাটের শপথের কথা ভেবে শেষে তাই করেন।

কিন্তু গুরুর শিখ বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে, সেই সুযোগে মুঘল সৈন্যরা শিখদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়।

সিরসা নদীর তীরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। শিখ যোদ্ধারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং যত শিখ সেনা মারা যান, তার থেকে অনেক বেশি মুঘল সৈন্য তারা মেরে যান।

□□□□ 8

এই প্রচণ্ড যুদ্ধে, গুরুর পুরো পরিবার একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। ছোট দুই ছেলে – সাহেবজাদা জোরাবর সিং এবং

ফতেহ সিং, তাদের ঠাকুমা, মাতা গুজরীজীর সাথে আটকে পড়ে। দুর্গম ভূখণ্ড এবং ঘন বনের মধ্য দিয়ে তারা কষ্ট করে এগিয়ে চলে।

চলার পথে তারা, সিংহ এবং সাপ ছাড়াও অনেক বন্য প্রাণীর মুখোমুখি হলেও সাহেবজাদারা তাদের ঠাকুমার কাছে খুব নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করে। ধর্মগ্রন্থের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তারা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের ঠাকুমাও পথে অনেক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী বর্ণনা করেন।

———————

□□□□ 9

বড় দুই সাহেবজাদা – অজিত সিং এবং জুঝার সিং, তাদের পিতা – গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সাথে ছিলেন। তারা 'সিরসা' নদী পার হয়ে রোপারে রাত কাটান। খুব সকালে, তারা চমকৌর সাহেবে তাদের কেল্লায় পৌঁছোন।

□□□□

সুদীর্ঘ, কঠিন যাত্রার পর, মাতা গুজরীজী, তাঁর দুই সাহেবজাদার সাথে 'কাম্মোর কুঁড়েঘরে পৌঁছান –

সে ছিল এক জলবাহক। মাতাজীকে দেখামাত্র সে বাইরে এসে শ্রদ্ধাভরে হাত জোড় করে বলে, 'আমার অসীম সৌভাগ্য আর সম্মান যে আপনারা আমার সামান্য কুঁড়েঘরে একটু বিশ্রাম নিতে এসেছেন।'

ঠাকুমা এবং 'সাহেবজাদারা কাম্মোর ভক্তি দেখে আস্বস্ত হলেন

আর খুশিও হলেন। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল, মাতাজীর মনে হল কাম্মোর কুঁড়েঘরে রাত কাটানোই ভাল। 'লছমী' নামের এক মহিলা খুব দ্রুত কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে মাতাজী এবং সাহেবজাদাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারা সকলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে খাবার গ্রহণ করলেন।

———

□□□□

পরের দিন, গাঙ্গু ব্রাহ্মণ, যিনি ইতিপূর্বে গুরুর লঙ্গরে (গণরান্নাঘর) কাজ করেছিলেন, তিনি গুরুর পরিবারের কথা শুনে

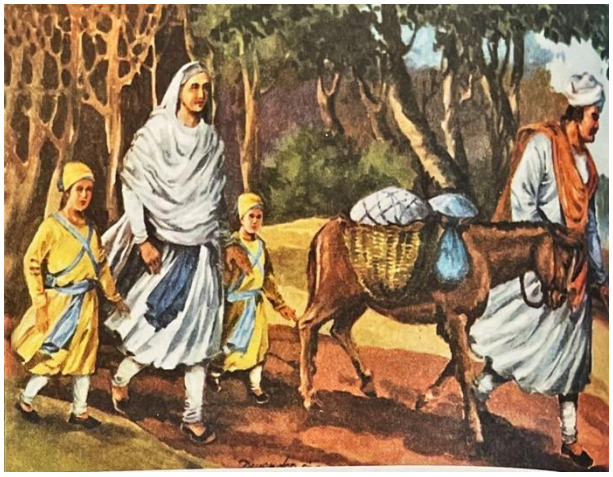

তাদের সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি করজোড়ে মাতাজীকে সবিনয় নিবেদন করলেন তার সাথে তাদেরই 'খেড়ি' গ্রামে যাওয়ার জন্য। তিনি আশ্বস্ত করলেন যে তাদের ভালভাবে দেখভাল করা হবে এবং কোনও অসুবিধা হবে না। তিনি খুব আশ্বস্ত করে বললেন, "সেখানে আপনার উপস্থিতির কথা কেউ জানবে না।"

মাতাজী চুপ করে চিন্তা করছিলেন। গাঙ্গু তাকে 'আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন' অনুরোধ করে খচ্চরের পিঠে তাদের যৎসামান্য জিনিসপত্র বোঝাই করতে শুরু করলো। শীঘ্রই, তারা গাঙ্গুর গ্রামের দিকে রওনা হলেন।

দুই সাহেবজাদা ঠাকুমার পাশে হাঁটছিল। মাঝে মাঝে, তারা নিজেদের পিতা – গুরু গোবিন্দ সিং এবং বড় ভাই – সাহেবজাদা অজিত সিং ও জুঝার সিং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল।

গন্তব্যে পৌঁছতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারা খেড়ি গ্রামে গাঙ্গুর বাড়িতে এসে উঠলেন এবং মাতাজী নিজেদের সাথে আনা জিনিসপত্র একপাশে

□□□□

রাখলেন।

□□□□

মাতাজী সাহেবজাদাদের পোশাক বদলে, তাদের জন্য বিছানা প্রস্তুত করে দিলেন। তিনজনই তাদের সন্ধ্যার প্রার্থনা সারলেন। মাতাজী দুই সাহেবজাদাকে শক্ত করে আলিঙ্গন করে,

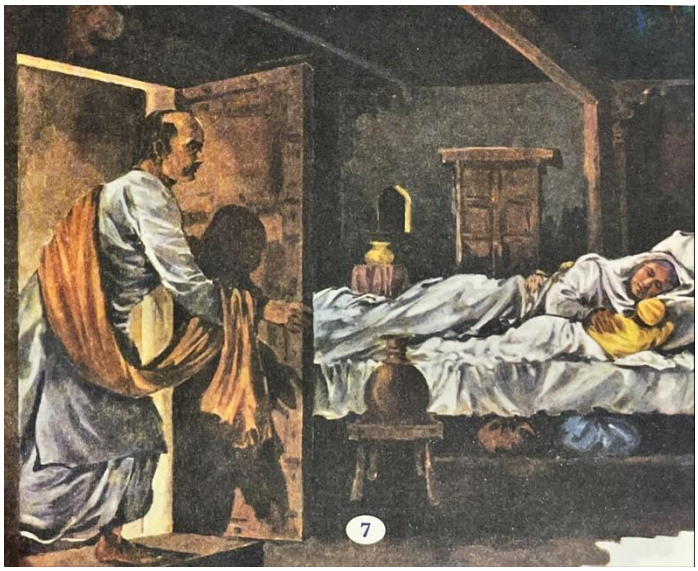

তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং বিছানায় নিয়ে গেলেন। সাহেবজাদারা ঠাকুমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে, গাঙ্গু, পা টিপে এসে, সেই ঘরে প্রবেশ করলেন যেখানে গুরুর পরিবার বিশ্রাম নিচ্ছিল। যখন তিনি দেখলেন মাতাজী ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন খুব নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে, বিছানার নিচে রাখা তাদের জিনিসপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। অবশেষে স্বর্ণমুদ্রা ভরা একটি বটুয়া তিনি খুঁজে পেলেন। থলিটি হাতে নিয়ে তিনি দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাতাজী টের পেলেন কেউ ঘরে প্রবেশ করে বিছানার নিচে হাতড়াচ্ছে, তারপর চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কিছু বললেন না।

———

□□□□

সকালে, মাতাজী যখন ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে তাদের জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে আছে, তখন তিনি গাঙ্গুকে বললেন,

'আমাদের সব জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। বাইরের মূল দরজাও বন্ধ ছিল। তাহলে স্বর্ণমুদ্রার থলি গেল কোথায়?' গাঙ্গু অবাক হওয়ার ভান করে এদিক ওদিক দেখল।

কিছু না বলে, গাঙ্গু বাইরে ছুটে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "চোর! চোর!

মাতাজীর জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে।"

মাতা গুজরীজী, গাঙ্গুকে ভিতরে ডেকে পরামর্শ দিলেন, 'এভাবে পাঁচ কান করা ঠিক নয়। আপনি স্বর্ণমুদ্রা রাখতে পারেন, কেউ আপনাকে ফেরত দিতে বলেনি।

এতে গাঙ্গু ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলল, 'বলেন কি। আমি

আপনাদের আশ্রয় দিয়েছি, আর আমারই বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনছেন? মাতাজী তাকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু গাঙ্গু ক্ষোভে চিৎকার করতে করতে

□□□□

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

———————

□□□□

গাঙ্গু সোজা কোতোয়ালের (কমিশনার) দফতরের দিকে গেল। ভেতরে ঢুকে নমস্কার জানিয়ে

মৃদু স্বরে বলল, হুজুর, আপনাকে একটা জব্বর গোপন খবর জানাতে এসেছি।

কোতোয়াল জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ, বল, কী খবর এনেছ?"

"হুজুর, গুরু গোবিন্দ সিংয়ের মা এবং তার দুই ছোট ছেলে, আমার বাড়িতে লুকিয়ে আছেন।"

এ কথা শুনে কোতোয়াল রোমাঞ্চিত হলেন। তিনি তার ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিককে ডেকে তাকে গাঙ্গুর সাথে তার বাহিনী নিয়ে গিয়ে গুরুর পরিবারকে হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

———

□□□□ 17

পুলিশ আধিকারিকরা গাঙ্গুর উঠানে পৌঁছলে, প্রতিবেশী এবং যারা আশেপাশে ছিল, সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। পুলিশরা

পিছনের দিকে ছুটে গিয়ে মাতাজী ও রাজপুত্রদের খুব নির্লিপ্তভাবে আরামে বিছানায় বসে থাকতে দেখে অবাক হল।

পুলিশ আধিকারিক কোতোয়ালের আদেশ জানিয়ে গুরুর পরিবারকে তাদের সাথে আসতে বললেন।

ড়িয়ে ধরে বললেন, "ওঠ সোনারা, চল যাই।"

সাহেবজাদা জোরাবর সিং এবং সাহেবজাদা ফতেহ সিং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে মাতা গুজরীসহ পুলিশ আধিকারিকদের সাথে রওনা দিলো।

———

□□□□ 18

ইতিমধ্যে, বাইরে প্রচুর লোক জমা হয়েছিল। গাঙ্গু

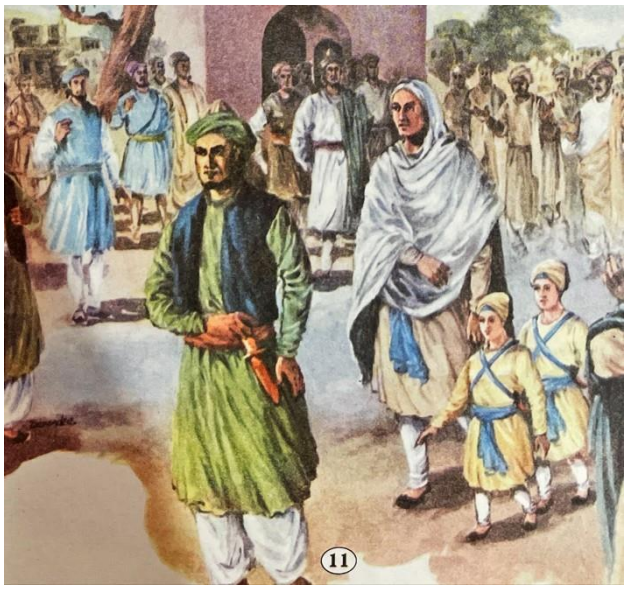

একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং লোকজন তার দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করছিল। তিনি অপরাধী মুখে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন মহিলা বললেন, "এই অকৃতজ্ঞ বজ্জাত লোকটা কী করেছে দেখেছ? ও এদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে আর পেছন ফিরেই পুলিশকে সে কথা জানাতে গেছে।" আরেকজন বলল, "এই নিরীহ মানুষগুলো দেশের কী ক্ষতি করেছে?" ওরা সবাই একই সঙ্গে বলে ওঠে, "ওদের ঠাকুমার মুখের প্রখর দীপ্তি আর লাবণ্য দেখো।"

লোকজন হতবাক হয়ে – জিভ কেটে অসহায়ভাবে দেখতে লাগল কীভাবে পুলিশ ঠাকুমা এবং দুই সাহেবজাদাকে তাদের সাথে নিয়ে গেল।

————————

□□□□ 19

মাতাজী এবং দুই সাহেবজাদা বন্দী অবস্থায় মোরিন্দায় রাত কাটান।

শান্তির প্রতীক, মাতা গুজরী, স্নেহ এবং মমতার সাথে

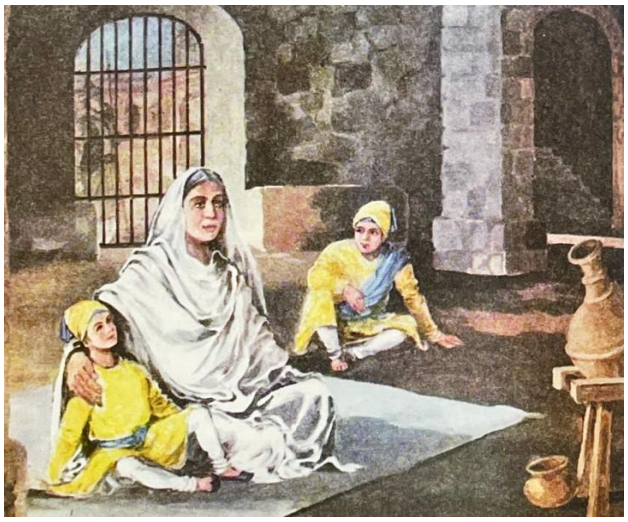

দুই সাহেবজাদাকে জড়িয়ে ধরে গুরু নানকের শিখ অনুগামীদের অতুলনীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের বেশ কয়েকটি কাহিনী শোনালেন। গুরু অর্জন দেবজী এবং গুরু তেগ বাহাদুরজীর অভূতপূর্ব বলিদানের বিবরণ দিয়ে পরে, তারা তিনজনই সন্ধ্যা ও রাতের প্রার্থনা সেরে কারাগারের অমসৃণ মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

□□□□ 20

পরের দিন, খুব ভোরে, মাতাজী এবং দুই সাহেবজাদাকে একটি গরুর গাড়িতে করে ‘বস্সি’ থানায় নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ির সঙ্গে

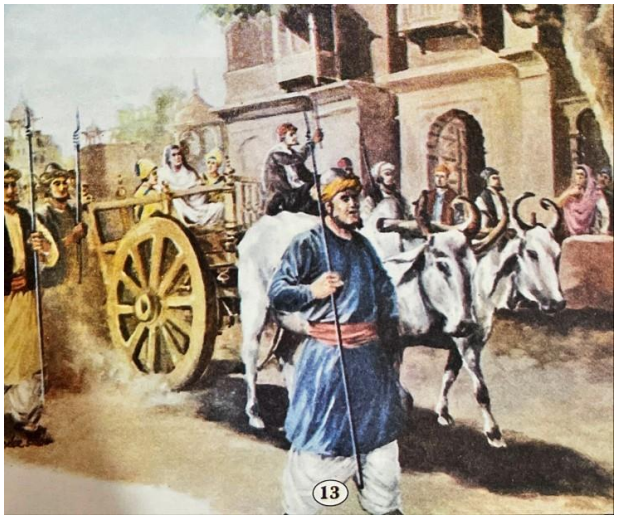

মানুষের ভিড়ও এগিয়ে চলেছিল। বিস্মিত মানুষ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিল কেন একজন বৃদ্ধা এবং নিষ্পাপ স্বল্পবয়সী শিশুদের বন্দী করা হয়েছে। মাতাজী ও দুই সাহেবজাদাকে নিয়ে গাড়ি যেখান দিয়েই গেছে, সেখানেই লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সম্মান জানিয়েছে। সাহসী ও নির্ভীক সাহেবজাদাদের মুখ দেখে অনেকে বলেই ফেলল, "এই তো বীর পিতার সাহসী সন্তান।"

গুরুর বন্দী পরিবারকে পাহারা দেওয়া পুলিশরা ঐ পরিবার সম্বন্ধে এইজাতীয় কথা শুনে ও মানুষের অনুভূতি দেখে ভয় পেয়ে তাদের গতি বাড়িয়ে দিল। গরুর গাড়ির মালিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিরহিন্দে পৌঁছানোর জন্য গরুদের তাড়া দিতে লাগল।

———

□□□□ 21

পুলিশি পাহারায় দুই সাহেবজাদাকে হাঁটিয়ে নবাব ওয়াজির খানের দরবারে হাজির করা হল। যখন

সাহেবজাদারা দরবারে পৌঁছল, তারা লক্ষ্য করল, মূল ফটক বন্ধ, শুধুমাত্র একটি ছোট, জানালার মত অংশ খোলা। ভিতরে যেতে হলে মাথা নত করে যেতে হবে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহেবজাদারা তখনই নবাবের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে, সুচতুরভাবে, রাজ্যের কর্তৃত্বের সামনে মাথা নত না করে প্রথমে তাদের পা রাখল যাতে রাজ্য কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নত করতে না হয়।

———

□□□□ 22

নবাব ওয়াজির খানের দরবারে সভা চলছিল। সাহেবজাদারা দরবারকক্ষে প্রবেশ করামাত্র আত্মবিশ্বাসের সাথে, নির্ভীকভাবে

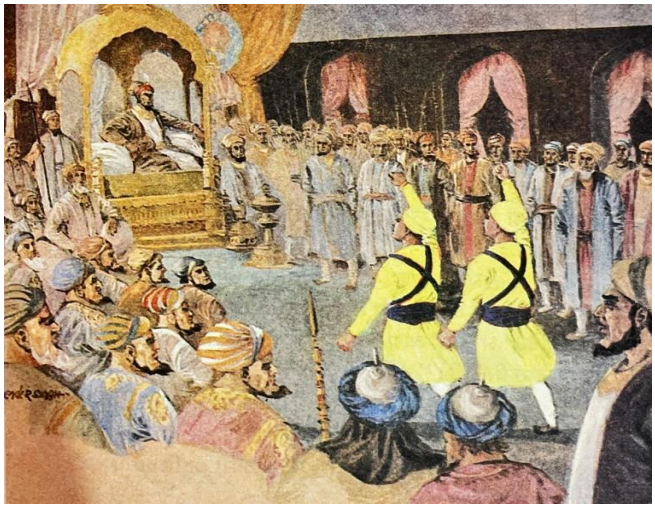

গুরুর শুভেচ্ছা জানাল। *ওয়াহে গুরুজী কা খালসা, ওয়াহে গুরুজী কি ফতেহ!*

সাহেবজাদাদের মুখরিত এই অভিবাদন সাহসী এবং নির্ভীক শিশুদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

———

□□□□ 23

গেরুয়া পোশাক পরিহিত, উজ্জ্বল উত্তরীয় শোভিত, তলোয়ার সজ্জিত, ফর্সা ছেলে দুটিকে খুবই সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। সকল সভাসদ

নবাব ওয়াজির খান সস্নেহে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বাচ্চারা, তোমাদের তো বেশ সুন্দর আর মনোহর দেখাচ্ছে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হলে ইসলাম জাতি তোমাদের জন্য খুব গর্ব বোধ করবে। তোমাদের সব ইচ্ছা পূরণ হবে।"

দুই সাহেবজাদা দৃঢ়ভাবে, একযোগে বলল, "আমরা আমাদের ধর্মে গর্বিত, জাগতিক বিষয় আমাদের কাছে অর্থহীন।"

তাদের দৃঢ় এবং সংকল্পবদ্ধ উত্তর শুনে নবাব খুব রেগে গেলেও নিজের মেজাজ সংযত রাখলেন।

———————

□□□□ 24

নবাব ওয়াজির খান দুই সাহেবজাদাকে অঢেল সম্পদ, হরেক উপাধি, নানান উচ্চপদ এবং সমস্ত রাজকীয় সুযোগ–সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দিলেন, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

দুই সাহেবজাদাই দৃঢ়ভাবে ও সমস্বরে তাদের অনবদ্য ভঙ্গি এবং শৈলীতে বলল, "আমরা সত্য আর ধর্ম বজায় রাখার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।" সাহেবজাদাদের জবাব শুনে নবাব হতবাক হলেন এবং খুবই রুষ্ট হলেন। তিনি

‘কাজী’ বা দরবারের ধর্মাধিকারীকে ডেকে সাহেবজাদাদের বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মীয় ফতোয়া ঘোষণা করতে বললেন।

নবাবের নির্দেশ শুনে কাজী বেশ হতভম্ব হয়ে গেলেন।

———

□□□□ 25

আবারও নবাব ওয়াজির খান সাহেবজাদাদের বোঝানোর ভঙ্গীতে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি সাহেবজাদাদের

বললেন, 'তোমাদের বয়স অল্প আর সামনে পুরো জীবনটাই পড়ে আছে উপভোগ করার জন্য। আমাদের পরামর্শ মানলে আমরা তোমাদের যথেষ্ট জমি (জায়গীর) অনুদান দেবো – এখানে, এমনকি স্বর্গেও অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে।

অত্যন্ত সাহসের সাথে, নির্ভীকভাবে সাহেবজাদা জোরাবর সিং বলল, 'আমাদের সংগ্রাম অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমরা গুরু গোবিন্দ সিংয়ের ছেলে, গুরু তেগবাহাদুরের নাতি আর আমাদের পূর্বপুরুষ স্বয়ং গুরু অর্জন দেবজী। আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব আর নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হব না।

নবাব অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'বাহ! নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে এত গর্ব!'

□□□□ 26

উপস্থিত দেওয়ান সুচা নন্দ উঠে সাহেবজাদাদের কাছে গেলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের মুক্ত করা হলে কোথায় যাবে?’ সাহেবজাদা জোরাবর সিং বললেন, ‘আমরা জঙ্গলে যাব,

আমাদের শিখদের একত্রিত করব, কিছু ঘোড়া জোগাড় করব আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফিরে আসব।

দিওয়ান সুচা নন্দ আরও বললেন, "তোমরা তো জানো তোমাদের পিতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন – বাধা না দিয়ে নবাবের পরামর্শ মেনে নাও।"

দুই সাহেবজাদাই সমস্বরে বলল, ‘কে আমাদের পিতাকে হত্যা করতে পারে? তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। আপনার পরামর্শে আমাদের প্রয়োজন নেই। এই নিপীড়নকারী, অত্যাচারী শাসনের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

——————

□□□□ 27

সুচা নন্দকে সম্বোধন করে, সাহেবজাদারা শিখ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি করল। তারা বলল,

এটা আমাদের পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্য;

আমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করি, ধর্ম নয়!

দিওয়ান সুচা নন্দ খুব রেগে গেলেন এবং পাশাপাশি

বিস্মিতও হলেন। কিছু শব্দ বিড়বিড় করে তিনি নবাব ওয়াজির খানের কাছে গিয়ে বললেন, "নবাব সাহেব, সাপ মেরে তাদের সন্তান–সন্ততিকে লালনপালন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হায়েনার বংশধর হায়েনাই হয়। এই শিশুরা বড় হয়ে বিদ্রোহী হবে– এদের শাস্তি দেওয়াই উচিৎ।"

নবাব দিওয়ান মনোযোগ সহকারে সুচা নন্দের পরামর্শ শুনলেন। নবাব, কাজী এবং দেওয়ান সুচা নন্দ যখন আলোচনা করছিলেন,

———————

□□□□ 28

তখন দুই রাজপুত্র পরস্পরের সাথে প্রফুল্ল হয়ে মজাচ্ছলে কথা বলছিল,

ভয় বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সভাসদ এবং দর্শকরা সাহেবজাদাদের মুখের নিরুদ্বেগ ভাব দেখে অবাক হলেন, বিশেষত যে সময় তাদের ভাগ্য স্থির হতে চলেছে।

নবাব আবার কাজীকে, দিওয়ানের প্রশ্নের একরোখা উত্তর মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, এদের মুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পিতার মতো এই ছেলেরাও বিদ্রোহের পথে হাঁটবে।

——————

সুচা নন্দের সাথে সাহেবজাদাদের কথোপকথনও কাজী লক্ষ্য করেছিলেন। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে,

নিজের আসন থেকে উঠে আপন রায় শোনালেন, "এই বাচ্চা দুটো বিদ্রোহ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – এদের জীবিত কবর দেওয়া উচিত।"

কাজীর হুকুম শুনে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। কিন্তু নির্ভীক সাহেবজাদারা নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল। কাজী নবাবকে পরামর্শ দিলেন,

'এই বাচ্চাদুটিকে মালের–কোটলার নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি এই বাচ্চাদের পিতার হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবেন।'

———

□□□□ 30

নবাব শের মুহাম্মদ খানকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি এলে নবাব তাকে বললেন, 'শের মুহাম্মদ খান,

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের শিখরা আপনার ভাইকে হত্যা করেছিল; এখন নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছে। গুরুর দুই ছেলেকে ধরা হয়েছে, তাদের হেফাজতে রাখা হয়েছে। কাজী তাদের জীবিত কবর দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তাদের আপনার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে; কাজী সাহেবের ঘোষিত সাজা আপনাকে কার্যকর করতে হবে।

একথা শুনে শের মুহাম্মদ খান হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের ভাষা হারিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ‘নবাব সাহেব, এটা নৃশংসতা। আমার ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এই ছোট্ট শিশুরা কী অপরাধ করেছে?

মনের যন্ত্রণায় উঠে আসা কান্নার আওয়াজে তিনি দরবার ত্যাগ করলেন।

———

□□□□ 31

একদিকে নবাব দুই সাহেবজাদাকে বন্দী অবস্থায় মিনারে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, অন্যদিকে তিনি তার প্রশাসকদের একজন জল্লাদ খোঁজার নির্দেশ দিলেন দ্রুত শাস্তি কার্যকর করার জন্য।

সাহেবজাদারা ঠাণ্ডা মিনারে নিজেদের ঠাকুমার কাছে পৌঁছে, দরবারের সারাদিনের ঘটনাক্রম বর্ণনা করল। মাতাজী, দুই সাহেবজাদার আচরণের প্রশংসা করে তাদের শক্ত হাতে আলিঙ্গন করলেন। 'তোমরা প্রকৃত বীরের মতো কাজ করেছো! ওয়াহেগুরু (ঈশ্বর) চিরকাল তোমাদের সাথে আছেন।

———

পর্ব 25

পরদিন সকালে দুই সাহেবজাদাকে আবার দরবারে হাজির করা হল। নবাব আবার তাদের জিজ্ঞাসা করলেন

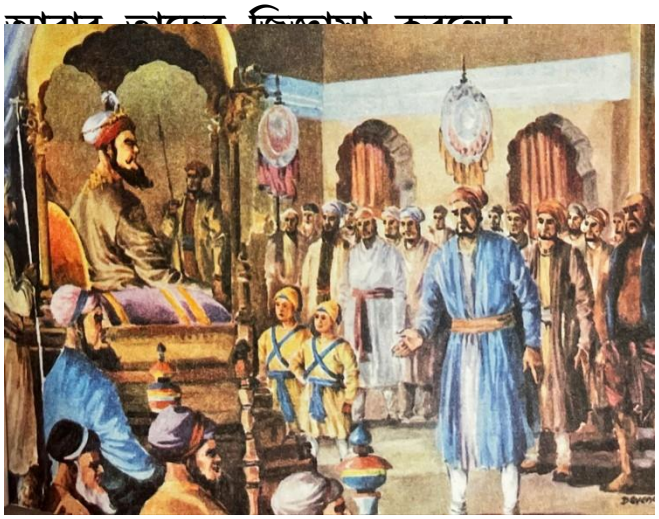

'বাচ্চারা, কী সিদ্ধান্ত নিলে? ইসলাম গ্রহণ করতে চাও নাকি জীবিত কবরে যেতে চাও?' দুই সাহেবজাদা দ্বিধা বা ভয় না করেই বলল, "আমরা কখনই আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না।"

একথা শুনে নবাব বিস্মিত হলেন। একজন প্রশাসক এগিয়ে এসে বললেন, 'হুজুর, দিল্লী থেকে রাজপ্রাসাদের দুই জল্লাদ এসেছে – শাশাল বেগ আর বাশাল বেগ, তারা 'সামানার' বাসিন্দা; এখানে দরবারের মামলায় হাজিরা দিতে এসেছে। আপনি তাদের অনুমতি দিলে, দুই জল্লাদ শিশু দুটিকে কবর দিতে প্রস্তুত।

নবাব 'এই জল্লাদদের' মামলা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, দুই সাহেবজাদাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

জল্লাদরা এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকে বলল, 'আপনার ইচ্ছাই তামিল হবে, হুজুর।'

□□□□ 34

পুলিশরা দুই সাহেবজাদাকে দরবার কক্ষ থেকে বের করে আনল। বাইরে বিপুল জনসমুদ্র।

দুই স্বল্পবয়সী শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার শাস্তি দেওয়ার কথা শুনে মানুষ (নারী ও পুরুষ) বিস্মিত হয়ে গেছে। জনগণ জানতে চাইছিল:

'এই ছোট্ট শিশুরা কী অপরাধ করেছে?'

'হয় ভগবান, এ তো প্রহসন। বিচারের নামে ভয়ঙ্কর প্রহসন।'

'ওহে' দেখো, এই ছোট্ট ছেলে দুটো কী নির্ভীক, দেখেছ?' 'ওরা সত্যিই গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সাহসী সন্তান।

আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের জিভ কামড়াচ্ছিল। পুলিশরা বাচ্চাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। জনগণের কথা শুনে পুলিশেরা চোখ নামিয়ে এগোতে লাগল।

———

□□□□ 35

সাহেবজাদাদের যে জায়গায় নিয়ে আসা হল যেখানে একটি প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে কাজীও উপস্থিত ছিলেন।

দুই সাহেবজাদাকে নির্মীয়মাণ দেয়ালগুলোর মাঝখানে দাঁড় করানো হল। কাজী আবারও সাহেবজাদাদের অনুরোধ করলেন; "ইসলাম গ্রহণ করো; কেন তোমরা অকারণে নিজের জীবন হারানোর মত জেদ করছ?"

এমনকি জল্লাদরাও সাহেবজাদাদের পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সংকল্পে ছিল অবিচল। উল্টে, তারাই জল্লাদদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল। 'অত্যাচারী মুঘল শাসনের অবসান তাড়াতাড়ি ঘটাও। তাদের অপরাধের এই প্রাচীর আরও উঁচু করো।

এই বলে সাহেবজাদারা তাদের সকালের প্রার্থনা [জপোজী সহি] পড়তে লাগল। জল্লাদরা ইট বিছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

———

□□□□ 36

দেওয়ালটি সাহেবজাদাদের বুকের সমান হলে, নবাব এবং সেই সাথে কাজীও কাছে এসে বললেন, বাচ্চারা,

এখনও সময় আছে, তোমাদের জীবন বাঁচানো যেতে পারে। কোরানের দোয়া পড়ো, এই দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

সাহেবজাদারা নিজেদের সংকল্পে ছিল অটল; তারা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলল,

‘আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না। আমরা প্রাণ হারাতে ভয় পাই না। লক্ষ বার জন্ম নিলেও এই ধর্মসেবাতেই উৎসর্গীকৃত হব।’

নবাব এবং কাজী তাদের দৃঢ় সংকল্প দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। উপস্থিত হাজারো জনগণের চোখের জল বাগ মানেনি। মানুষ সমস্বরে বলছিল:

‘ধন্য সেই মাতা যিনি এমন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ধন্য সেই পিতা।’

———

কি শিখলাম•••.

দুর্ভাগ্যবশত সাহেবজাদারা সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাদের চরম আত্মত্যাগের স্মৃতি আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষায় সজাগ থাকতে অনুপ্রাণিত করে।

এইসব সর্বোত্তম নীতিগুলি অনেক গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের অঙ্গ হলেও দুঃখের কথা যে ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষের এগুলি বজায় রাখা কর্তব্য, তারা বিষয়গুলিকে যতটা না সম্মান করে, তার চেয়ে বেশি পদদলিত করে।

সাহেবজাদারা কোনো রাজ্য বা সমাজের কথায় মৃত্যু বরণ করেনি, বরং তাদের শিক্ষা এবং বিবেক তাদের মুঘল শাসনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি দিয়েছিল, তাই করেছিল।

আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার শিখা আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। তবে তা আদৌ জ্বলে না। বৃহত্তর স্বার্থে, আমাদের উচিত সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগের গৌরবময় উদাহরণ সম্মান করা এবং আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত মানবাধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা ও উপভোগ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ থাকা।